# ভাষা

## পাঠ ১

### উদ্দেশ্য

**এ পাঠটি পড়ে আপনি-**

- ভাষার সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- ভাষার বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ভাষার রূপ-বৈচিত্র্যের বর্ণনা দিতে পারবেন।

### ভূমিকা

একটা গল্প বলি। সেদিন দুপুরে আমি একটা বই পড়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই মনসংযোগ করতে পারছি না। কারণ আমার ঘরে একদল ছেলে-মেয়ে হৈচৈ করছিল আর দুষ্টুমি করছিল। এরা অনেক দিন পরে একত্র হয়েছে বলে দুষ্টুমি, মারামারি, কান্নাকাটি সবই একসঙ্গে ও জোরেশোরে চলছিল। এরা মানে, রুমি, সুমি, অমি, এষা, অরূপ, কল্লোল, মিতু। এই দুপুরে আমার ঘরটাকেই তারা দখল করে নিয়েছে বলা যায়। এমন সময় জানালার কাছ থেকে সুমি চেঁচিয়ে উঠল, “হাতি, হাতি, হাতি”! মুহূর্তের মধ্যে কাণ্ড ঘটে গেল। সবাই হুড়মুড় করে জানালার কাছে এসে চেঁচাতে লাগল “হাতি, হাতি, হাতি”! তারপরে সবাই একছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি বুঝলাম, ওরা রাস্তায় সবাই চলে গেল হাতি দেখতে।

ঘটনাটি খুবই ছোঁট। কিন্তু লক্ষ্য করুন এর মধ্যে অনেক কিছু বিবেচ্য বিষয় আছে যা আমরা অনেক সময়ই খেয়াল করি না। যেমন- সুমি যখন বলল, “হাতি, হাতি, হাতি” - তখন সবাই জানালার কাছে ছুটে গেল কেন? আবার রাস্তায়ই ছুটে গেল কেন? এগুলোর সহজ উত্তর - হাতি দেখতে। সেই বিরাট জন্তুটা, যার লম্বা একটা শুড় আছে, কুঁতকুঁতে দুটো চোখ, থামের মত চারটে পা, সেই হাতিকে দেখে কে না মজা পায়! কিন্তু ‘হাতি’ শব্দটি উচ্চরণ করতেই সবাই বুঝল কি করে, ঐ বিরাট জন্তুটির কথা বলা হচ্ছে! বুঝতে পেরেছি এ জন্য যে শব্দটি উচ্চারণ করা হল, তার অর্থ আমাদের জানা আছে এবং তার একটি চিত্র ও আমাদের মনে গাঁথা আছে। তাই ‘হাতি’ বলতেই দুষ্টুর দল বুঝতে পেরেছে। যদি এমন হতো ‘হাতি’ শব্দটি আমাদের জানা নেই - তাহলে এমন ঘটনাটি ঘটত না। ধরা যাক, যদি ফরাসি ভাষায় হাতিকে বোঝাতে যে শব্দ বা ধ্বনি ব্যবহার হয়, সেটি উচ্চারণ করলে আমরা যারা ফরাসি ভাষা জানিনা তাদের ঐ শব্দটি শুনলেও কোন চাঞ্চল্য দেখা যেত না বা বোধে কোন প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ত না। তাহলে এখানে একটি জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে শব্দ বা ধ্বনি তা যদি হয় অর্থসম্পন্ন ও তা যদি আমাদের জানা থাকে তবেই আমি যা বলছি অর্থাৎ আমার ভাবনাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। এখানে সুমি ‘হাতি’ শব্দটি উচ্চারণ করে তার মনের আনন্দ ও উৎসাহকে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। অন্যের কাছে মনের ভাব ও ভাবনাকে পৌঁছে দেওয়ার কাজটি ভাষার।

আপনারা লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই আমরা ধ্বনি উচ্চারণ করি কণ্ঠ দিয়ে। কণ্ঠধ্বনি সৃষ্টি করতে লাগে মুখগহ্বর, কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, দাঁত, ওষ্ঠ, নাক ইত্যাদি। এগুলোকে বলে বাক-প্রত্যঙ্গ। ফুসফুস তাড়িত বায়ু যখন বাকযন্ত্রের সাহায্যে বেরিয়ে আসে তখনই ধ্বনি বা আওয়াজের সৃষ্টি হয়। ফুসফুস যেহেতু বায়ু তাড়িত করে এজন্য ফুসফুসও একটি বাক-প্রত্যঙ্গ। তাহলে এখানে যা জানা গেল তা হচ্ছে ধ্বনি বা শব্দ বাক-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে উচ্চারণ করে মানুষে-মানুষে ভাবের আদান-প্রদান হয়। এতে মানুষে মানুষে সংযোগ গড়ে ওঠে যা সমাজ তৈরিতে মানুষকে সাহায্য করেছে। সমাজ গঠনের মূল উপাদান তাই ভাষা। মানুষ অন্যভাবেও যেমন- ইশারা, ইঙ্গিত দিয়েও মনের ভাব অন্যকে জানাতে পারে। এগুলো ভাষা নয় এবং এগুলো ভাষার মত কখনও কার্যকর হতে পারে না।

উপরের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবার আমরা ভাষার একটি সংজ্ঞা তৈরি করতে পারি।

**মনের ভাবনাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মানুষ যখন বাক-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে উচ্চারিত অর্থগ্রাহ্য ধ্বনি সমষ্টি সৃষ্টি করে, তখন তাকে ভাষা বলে।**

পৃথিবীর অঞ্চলভেদে নানান ভাষা। সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক, ভৌগলিক কারণে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উদ্ভব হয়েছে। প্রাচীনকালে যে ভাষা ছিল আজ হয়তো নেই - অথবা থাকলেও বিবর্তিত রূপে আছে। আধুনিক কালে পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলো হচ্ছে- ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, চীনা, জাপানি, আরবি, ফারসি, হিন্দি, বাংলা ইত্যাদি। পৃথিবীতে প্রায় আড়াই হাজার ভাষা প্রচলিত আছে। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, উড়িষ্যা, বিহারের কিছু অংশ, মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চলের অধিবাসীরা বাংলা ভাষায় কথা বলে। তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে আগত অভিবাসীরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন ও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা করেন। বর্তমানে সব মিলিয়ে প্রায় পঁচিশ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

**ভাষার সংজ্ঞা লিখুন**

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------।

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓)চিহ্ন দিন।**

১। কোনটি বাকযন্ত্র?

ক. হাত খ. কান

গ. জিভ ঘ. চিবুক

২। কোনটি আধুনিক ভাষা?

ক. সংস্কৃত খ. ফরাসি

গ. প্রাকৃত ঘ. আলবেনীয়

৩। বর্তমান বিশ্বে কত কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলেন?

ক. প্রায় এক কোটি লোক খ. প্রায় তের কোটি লোক

গ. প্রায় বিশ কোটি লোক ঘ. প্রায় পঁচিশ কোটি লোক

**উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিলিলে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।**

## উত্তর

১।গ ২।খ ৩।ঘ

# পাঠ ২

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠটি পড়ে আপনি-**

- আঞ্চলিক, চলিত ও সাধুরীতির পার্থক্য সনাক্ত করতে পারবেন।
- আঞ্চলিক, চলিত ও সাধুরীতির সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।

## ভূমিকা

আমরা যারা বাংলাদেশের মানুষ, তারা সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কিন্তু আপনি খেয়াল করেছেন বোধহয়, আমরা সবাই কিন্তু একইরকম ভাষা (বাংলা ভাষা) ব্যবহার করি না। একেক অঞ্চলের মানুষ একেক ভাবে কথা বলেন। পাবনার মানুষ যে ভাবে কথা বলেন, চট্টগ্রামের মানুষ সেভাবে বলেন না। তবে সবগুলোই বাংলা ভাষা। কিন্তু অঞ্চল ভেদে ভাষা আলাদা। অঞ্চলের ভাষাকে বলে আঞ্চলিক ভাষা। আঞ্চলিক ভাষাকে উপভাষাও বলে।

**কোন অঞ্চলের সাধারণ মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন, তাকে বলা হয় আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা।**

বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কথ্য ভাষায় প্রচুর অমিল থাকার জন্য ভাবের আদান-প্রদান বা সহজে কথা বলা প্রায় সম্ভব নয়। এ অসুবিধা কাটিয়ে উঠার জন্য শিক্ষিত ও শিষ্ট সমাজ নিজেদের মধ্যে কথোপকথন ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি ভাষা ব্যবহার করেন। এ ভাষাকে মান ভাষা বলে। কোন উপভাষাকে কেন্দ্র করে মানভাষা গড়ে উঠতে পারে অথবা একাধিক উপভাষাকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠতে পারে।

**ভাষার দুটি রূপ :** একটি মৌখিক, অন্যটি লিখিত। বাংলা ভাষায় মৌখিক রূপ দুটি- একটি আঞ্চলিক, অন্যটি মৌখিক মান ভাষা বা আদর্শ চলিত ভাষা।

লিখিত বাংলা ভাষার রূপ দুটি। একটি সাধুরীতি ও অন্যটি চলিত মানরীতি বা আদর্শ চলিত রীতি।

## সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

### সাধুরীতি

ক. বাংলা সাধু গদ্যরীতির কাঠামো নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত।

খ. এ রীতির গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য আছে।

গ. সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

ঘ. সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দীর্ঘায়িত রূপ ব্যবহৃত হয়।

### আদর্শ চলিতরীতি

ক. তুলনামূলকভাবে চটুল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল।
খ. ভাষা সহজবোধ্য।
গ. কৃত্রিমতাবর্জিত।
ঘ. সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য নেই।
ঙ. সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়।

## উদাহরণ

### সাধুরীতি

বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে গ্রন্থাগারও একটি। মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত তবে সে নীরব মহাশব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে। প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর অগ্নি-ফল অক্ষরের শৃঙ্খলে, কাল চামড়ার কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### চলিতরীতি

আঃ কি আমার। হলদে ফুল ভরা বিচুটিলতা মাথার উপরে দুলছে, বাতাস লেগে শুকনো বাবলার পাতা ঝরঝর করে বুকের ওপর ঝরে পড়ছে। দুর্গা-টুনটুনি পাখি একেবারে কানের কাছে কেওড়ার ডালে বসে কুচকুচ করছে। বড় দুঃখ হল সঙ্গে কোন বই আনিনি।

— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

**শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১। সাধুভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ -------------------- হয়।

২। চলিত ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ----------------- হয়।

৩। কোন অঞ্চলের মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন, তাকে ----------- ভাষা বলা হয়।

৪। সাধু ভাষার ------------ ও --------------- আছে।

৫। চলিত ভাষা ----------------- ।

**উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।**

### উত্তর

১। দীর্ঘায়িত ২। সংক্ষিপ্ত ৩। আঞ্চলিক ৪। গাম্ভীর্য, আভিজাত্য ৫। কৃত্রিমতাবর্জিত

# পাঠ ৩

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠটি পড়ে আপনি-**

* বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

* বাংলা ভাষায় কত প্রকার শব্দ ব্যবহার হয়, তা লিখতে পারবেন।

* বাংলা ভাষার শব্দের উৎপত্তি সনাক্ত করতে পারবেন।

## বাংলা ভাষার শব্দ

শব্দ ভাষার মৌলিক উপাদান। মনের ভাব প্রকাশের জন্য আমরা শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে ব্যবহার করি। যেমন– আমার একটি কলম আছে। এখানে আমার কলম, একটি - এগুলো সবই শব্দ। শব্দগুলো আসলে একেকটি ভাবের প্রতীক।

সভ্যতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি যত বিকশিত হয়, একই সঙ্গে ভাষাও বিকশিত হয়। সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষা বিকাশের সঙ্গে নতুন ভাব ও ভাবনা প্রকাশের জন্য নতুন শব্দের প্রয়োজন হয়, বিদেশীদের সংস্পর্শে এলে ভাষায় বৈচিত্র্যপূর্ণ শব্দের সমাবেশ ঘটে। এতে ভাষার সমৃদ্ধি হয়।

মধ্যযুগে মুসলিম শাসনের ফলে বহু তুর্কি, আরবি, ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় চলে এসেছে। এরপরে আসে ইংরেজরা। তাদের শাসনামলে প্রচুর ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। এসব বিদেশী শব্দ এখন বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ। বাংলা ভাষায় এখন পর্যন্ত যে শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠেছে, উৎপত্তি অনুসারে পণ্ডিতেরা সেগুলোকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। ভাগগুলো এরকম––

১. তৎসম শব্দ;
২. অর্ধ তৎসম শব্দ;
৩. তদ্ভব শব্দ;
৪. দেশী শব্দ;
৫. বিদেশী শব্দ;

## তৎসম শব্দ

যে সব সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে।

তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। তৎসম শব্দের অর্থ (তৎ = তার ও সম = সমান) তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান।

**উদাহরণ :** চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, মনুষ্য, হস্ত ইত্যাদি।

**সংস্কৃত যে সব শব্দ অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহার হয় সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে।**

## অর্ধ তৎসম শব্দ

যে সমস্ত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ লোকমুখে কিছুটা বিকৃত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে সেগুলোকে অর্ধ তৎসম শব্দ বলে। যেমন- মিষ্টি, জোছনা, রাত্তির, ছেরাদ্দ, কুচ্ছিত ইত্যাদি। এগুলো মূল বা সংস্কৃত রূপ হচ্ছে- মিষ্ট, জ্যোৎস্না, রাত্রি, শ্রাদ্ধ, কুৎসিত।

**যে সব তৎসম বা সংস্কৃত শব্দকিছুটা বিকৃত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে সেগুলোকে অর্ধ তৎসম শব্দ বলে।**

## তদ্ভব শব্দ

যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন হাত (সংস্কৃত হস্ত>প্রাকৃত হত্থ> বাংলা হাত) কান (সংস্কৃত কর্ণ > প্রাকৃত কন্ন> বাংলা কান), মাথা (সংস্কৃত মস্তক> প্রাকৃত মত্থঅ> বাংলা মাথা) ইত্যাদি।

তদ্ভব একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ তৎ (তা) থেকে ভব (উৎপন্ন) অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন।

**যে সমস্ত শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলে।**

## দেশী শব্দ

প্রাচীনকালে এদেশের অধিবাসী ছিলেন অনার্য, দ্রাবিড়, কোল প্রভৃতি জাতি। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় রক্ষিত হয়েছে। এগুলোকে দেশী শব্দ বলা হয়। অনেক সময় এসব শব্দের মূল নির্ণয় করা যায় না।

দেশী শব্দের উদাহরণ- কুড়ি, পেট, চুলা, কুলা, গজ, টাপর, ডিঙ্গা, ঢেঁকি ইত্যাদি।

**যে সব শব্দ অনার্য, কোল, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলোকে দেশী শব্দ বলে।**

## বিদেশী শব্দ

বিদেশী ভাষা থেকে যে সব শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলোকে বিদেশী শব্দ বলে। রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, বাণিজ্য প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বাংলা ভাষায় বহু বিদেশী শব্দের প্রবেশ ঘটেছে।

**বিদেশী ভাষা থেকে যে সব শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলোকে বিদেশী শব্দ বলে।**

**বিদেশী শব্দের উদাহরণ :**

**আরবি** – আল্লাহ, ঈমান, ওযু, কোরান, তওবা, কিতাব, মহকুমা, মুনসেফ, আতর, ইমাম, পয়গম্বর, ফেরেশতা, তারিখ, দফতর, দস্তখত, বান্দা, বেগম ইত্যাদি।

**ফারসি** – খোদা, গুনাহ, অন্দর, আওয়াজ, আইন, আদব, আবহাওয়া, কাগজ, কামান, কিসমিস, কারখানা, খবর, দলিল, দোয়াত ইত্যাদি।

**ইংরেজি** – টেবিল, চেয়ার, অফিস, কলেজ, ক্রিকেট, ক্যাপ্টেন, ট্রেন, ডাক্তার, পিন, পুলিশ, হাসাপাতাল ইত্যাদি।

**পর্তুগিজ** – আনারস, আলপিন, গুদাম, চাবি, বালতি, কেদারা, জানালা, পেরেক, আলকাতরা ইত্যাদি।

**ফরাসি** – কার্তুজ, কুপন, রেস্তোরা, তোয়ালে ইত্যাদি।

**ওলন্দাজ** –ইস্কাপন, তুরুপ, টেক্কা ইত্যাদি।

**চীনা** – লিচু, এলাচি, চা, চিনি ইত্যাদি।

**জাপানি** – হরিকিরি, প্যাগোডা, রিক্সা, সাম্পান ইত্যাদি।

**তুর্কি** – আলখাল্লা, উজবুক, উর্দি, কাঁচি, কুলী, খাতুন, গালিচা, দারোগা, বিবি ইত্যাদি।

**গুজরাটি** – খদ্দর, জয়ন্তী, হরতাল ইত্যাদি।

**বর্মী** – চুঙ্গ, লুঙ্গি, ফুঙ্গি ইত্যাদি।

**মহারাষ্ট্র** – বর্গী ইত্যাদি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

**১। সত্য হলে স এবং মিথ্যা হলে মি লিখুন**

ক. বাংলাভাষার শব্দসম্ভার তিন প্রকার।

খ. তৎসম শব্দের অর্থ অসংস্কৃত শব্দ।

গ. চেয়ার একটি ইংরেজি শব্দ।

ঘ. বেশকিছু আরবি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

ঙ. ‘কুড়ি’ একটি দেশী শব্দ।

**২। শূন্যস্থান পূরণ করুন**

ক. যে সব সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে ------ শব্দ বলে।

খ. সংস্কৃত- হস্ত> প্রাকৃত হত্থ > বাংলা -----------।

গ. বাংলা ভাষার শব্দ ------ প্রকার।

ঘ. বিদেশীদের সংস্পর্শে এলে ভাষায় ----- শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে।

ঙ. খাতুন একটি ------ শব্দ।

**উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।**

১। ক. মিখ. মি গ. স ঘ. স ঙ. স

২। ক. তৎসম খ. হাত গ. পাঁচ ঘ. বিদেশী ঙ. তুর্কি